ছোট বেলা থেকেই তার ব্যথাতুর হৃদয় দুঃখীর ব্যথা দেখে কেঁদে ওঠে।... অনাহার ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ মুখ চোকের সুমুখে ভেসে আসে··· ছবির মত...। ভাব্‌তে ভাব্‌তে কতদিনই না সে চোখের জলে বুক ভাসায়.....

তাই একদিন সে প্রতিজ্ঞা করে.....তার দেশের ওই গরীব কাঙ্গাল ভাইদের জন্যে তার জীবন চিরতরে বিলিয়ে দেবে.....আমরণ তাদের সেবা করবে। .....

চিঠি খানি আবার পড়ে।...প্রাণটা ডুকরে কেঁদে ওঠে.....ভেতর-কার চিরক্লিষ্ট মানুষটা বিদ্রোহী হয়ে তাকে শাসিয়ে দেয়.....

...অনেক কিছু ভাবে সে।

এক জায়গায় বসে ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোখ দুটো আপনা আপনি বুজে আসে তার.....

তারপর দেখে এক স্বপ্ন.....

...শ্যামল বস্ত্র পরিহিতা রোগ জীর্ণা মা···মায়ের পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে.....চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ে.....মাও কাঁদে...নীরবে...নত মুখে।

...'না, না, মা.....আমি তোকে ছেড়ে যাব না.....যাব না—আ —আ'..... ..

মা তাকে নিতান্ত কোলের ছেলেটির মতই বুকে চেপে ধরে.....

তারপর আসে এক দৈত্যি।

...তাকে মায়ের কোলে থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়

অসীম ভয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে....."মা"—"মা"—

অম্‌নি ঘুম ভেঙ্গে যায়.....

স্বপ্নের কথা অনেকক্ষণ ভাবে।...কি ঠিক করে নেয়.....চোখ দুটো অসহব্যথায় জ্বলে ওঠে

হাতের চিঠিটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দেয়

.....চাক্‌রী নেয় না।

....তারপর সেই চৈতী বেলার দুপুর রোদের মাঝে কোথায় সীমাহারা পথে বেরিয়ে যায়.....কোন্ অজানার ডাকে...আর তার প্রাণটা ছড়িয়ে পড়ে শত শত পল্লী-মায়ের কোলে.....যেখানে চিরদুঃখী আর আর্ত্তের বুক্‌ফাটা কাঁদন নিশিদিন আকাশ-বাতাস ব্যথিয়ে তোলে.....

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ
গ শাখা।